بسم الله الرحمن الرحيم

ফতোয়া

প্রসঙ্গঃ সরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরী

অনুবাদঃ আনসারুল্লাহ বাংলা টীম

প্রশ্ন সংখ্যা ৪৮৮৪
তারিখঃ ১৫-০৭-২০১১
বিষয়ঃ বর্তমান পরিস্থিতি

লিংকঃ http://tawhed.ws/FAQ/display_question?qid=4884

প্রশ্নঃ

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

খোদাভীরু একজন লোক আমাকে প্রশ্নটি করত বলেছে.....

আমরা মিশরে বসবাস করি। আপনি জানেন যে মিশরের সরকার হচ্ছে মুরতাদ। সেনাবাহিনী, সরকারী নিরাপত্তা বাহিনী বা পুলিশ ডিপার্টমেন্ট জাতীয় যে সকল প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠান সরাসরি সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত হয়, ইসলাম ও আল্লাহর নাযিলকৃত বিধি-বিধানের বিরুদ্ধে তাদের পদক্ষেপগুলো সবারই জানা। সেগুলোতে ভর্তি হওয়া বা সেখানে যোগদান করা ইসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকে হারাম হওয়ার বিষয়টি সুস্পষ্ট।

কিন্তু তার প্রশ্ন হচ্ছে যে, কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প বা গবাদি পশু বর্ধিতকরণ প্রকল্পের মত যে সকল সরকারি প্রতিষ্ঠান সরাসরি কুফুরী সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত হয় না, সেগুলোতে কাজ করা বা সেখানে যোগদান করা কি বৈধতার গন্ডিতে পড়বে...?!!

মিশরের মুরতাদ সরকার আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত থাকায় একজন মুসলমান হিসেবে সে (প্রশ্নকারী) সরকারী কোন প্রতিষ্ঠানে কাজ করে শত্রুদের সহযোগী হিসেবে খোদার রোষানলে পড়া নিয়ে শঙ্কিত রয়েছে। এই মুহূর্তে সে নিজের কর্ম চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে প্রচণ্ড দ্বিধাদ্বন্দ্বে দিনাতিপাত করছে। আশা করি, দ্রুত উত্তর জানিয়ে তাকে সংশয়মুক্ত করবেন....!!

প্রশ্নকারীর নামঃ তালিব রেযাউল্লাহ

উত্তরঃ

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين..

প্রিয় ভাই...! আমরা আগেই প্রশ্নটির উত্তর দিয়েছিলাম। বিশেষ জ্ঞাতার্থে আবারো উল্লেখ করা হচ্ছে..-

মুসলমানদের মৌলিক প্রয়োজন এবং দৈনন্দিন চাহিদার সাথে সম্পর্কিত এ ধরনের অনেক মন্ত্রনালয় এবং প্রতিষ্ঠান তাগুত শাসকগোষ্ঠী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী এ সকল মুরতাদ সরকার অপসারণে আমরা একযুগে যুদ্ধ করে যাচ্ছি। পাশাপাশি পূর্বে থেকে মুরতাদ সরকার নিয়ন্ত্রিত মুসলমানদের দৈনন্দিন চাহিদা পূরণকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকেও আমরা সংরক্ষণ করে যাচ্ছি।

এক্ষেত্রে কোন্ কোন্ প্রতিষ্ঠান মুরতাদদের চাহিদা পূরণে ব্যবহৃত হচ্ছে আর কোন্ কোন্ প্রতিষ্ঠান মুসলিম জনগণের কল্যাণে ব্যবহৃত হচ্ছে, তা পরখ করতে হবে। দেখতে হবে কোন্ কোন্ সেনা প্রতিষ্ঠান মুরতাদ সরকারের রক্ষণাবেক্ষণে ব্যবহৃত হচ্ছে আর কোন্ কোন্ প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠান জনসাধারণের স্বাস্থ্যগত, শিক্ষাবিষয়ক চাহিদা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা রক্ষণাবেক্ষণে ব্যবহৃত হচ্ছে।

এভাবে মুসলিম জনগণের চাহিদা সম্পর্কিত বিষয়াবলীর ক্ষেত্রে আমাদেরকে অত্যন্ত সচেতনতার সাথে কাজ করতে হবে। আমাদের কর্মপদ্ধতির নমুনা গুলিবিদ্ধ একটি ক্ষতস্থানের ন্যায়, সুতরাং অপারেশানের সময় ক্ষতহীন সুস্থ অঙ্গের প্রতি অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে (সেখানে যাতে নতুন করে কোন আচড় না পড়ে)। ছিন্তাইকৃত একটি বিমান পুনরোদ্ধারে অত্যন্ত সতর্কতা ও দক্ষতার সাথে অপারেশান চালাতে হবে, উদ্ধার করতে গিয়ে যাতে বিমানটি ভূপাতিত না হয়ে পড়ে।

আমরা জানি যে এই মুরতাদ সরকারগুলো জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানগুলোকে ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে ধ্বংস করে যাবতীয় দায়ভার মুজাহিদদের উপর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে। তারা বলে বেড়াচ্ছে যে, এগুলোর জন্য মুজাহিদরা দায়ী। তারাই দেশকে দিনদিন ধ্বংস ও হুমকির দিকে ঠেলে দিচ্ছে। সুতরাং তাদেরকে যে কোন প্রকার সাহায্য করা থেকে আপনারা বিরত থাকুন।

যতই বাধা বিপত্তি আসুক... যতই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হোক... অপারেশানের পূর্বে মুজাহিদীনকে অবশ্যই মুরতাদ সরকার মদদ কারী প্রতিষ্ঠান এবং মুসলিম জনসাধারণের কল্যাণবাহী প্রতিষ্ঠানের মাঝে পার্থক্য করে নিতে হবে। তাহলেই মুজাহিদীন সাফল্যের চূড়ায় পৌছতে সক্ষম হবে। নচেৎ তা কুফুরী সরকারের শক্তি ও ক্ষমতা বৃদ্ধিকেই বরং উস্কিয়ে দেবে।

যৎসামান্য নীতিমালার গন্ডিতে যে সেবাপ্রতিষ্ঠানগুলো মুসলিম জনসাধারণের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে, সে সকল প্রতিষ্ঠানে সরকারী চাকুরী করার ক্ষেত্রে আমরা কোন সমস্যা দেখি না। মুসলিম জনসাধারণের স্বার্থবহির্ভূত কর্মসূচীই নিষিদ্ধ বলে বিবেচিত হবে।

আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন। সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র,তিনিই সকল কিছুর মালিক।

শাইখ আবু মুনধির আল-শানকীতী

সদস্য, শরীআহ বোর্ড
মিনবার আল-তাওহীদ ওয়াল-জিহাদ